মেহেরপুরে সমবায় বিভাগের প্রশিক্ষণ

মেহেরপুর জেলাধীন সমবায় বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে ই-গভর্নেন্স ও উদ্ভাবক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।

বৃহস্পতিবার সকালে মেহেরপুর জেলা সমবায় অফিসারের কার্যালয়ে এই প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।

ই-গভর্নেন্স ও উদ্ভাবক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক লিংকন বিশ্বাস, জুম মিটিং এর মাধ্যমে যুক্ত ছিলেন খুলনা বিভাগীয় যুগ্ম নিয়ন্ত্রক মোঃ মিজানুর রহমান, মেহেরপুর জেলা সমবায় কর্মকর্তা প্রভাষ চন্দ্র বালা, উপসহকারী নিয়ন্ত্রক এনামুল হক, মেহেরপুর সদর উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা মনিরুজ্জামান, মেহেরপুর জেলা সমবায় কার্যালয়ের মোঃ নুরুজ্জামান, সহকারি প্রশিক্ষক রোকনুজ্জামান তুষার সহ মেহেরপুর সমবায় কার্যালয়ের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

দর্শনায় ফেনসিডিলসহ ২ মাদক ব্যাবসায়ী গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গার গোলাপনগর মোড়ে দর্শনা থানা পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযোন চালিয়েছে । অভিযান চালিয়ে ফেনসিডিলসহ ২ জন মাদক পাচারকারীকে গ্রেফতার করেছে। সেই সাথে পুলিশ জব্দ করেছে ফেনসিডিল বহনকারী পিকাপ ভ্যানটি।

দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি এইচ এম লুৎফুল কবিরের নেতৃত্বে তিতুদহ ক্যাম্প পুলশের ইনচার্জ এসআই আনোয়ারুল আলম সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে গোপন সংবাদের ভিত্তীত্বে গতকাল বুধবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে

মাদক বিরোধী অভিযান চালান দর্শনা থানাধীন তিতুদহ ইউনিয়নের গোলাপনগর মোড়ে।

এসময় পুলিশ পেয়ারা ভর্তী একটি পিকাভ্যানের (ঢাকা মেট্র-ন-১৯-৮১৬৩) গতিরোধ করেন। পিকাভ্যানে তল্লাশী চালিয়ে মুখবাঁধা তিনটি চটের বস্তা উর্দ্ধার করেন। বস্তার মুখ খুখে ২১৬ বোতল ফেনসিডিল উর্দ্ধার করে পুলিশ। সেই সাথে ঘটনার সাথে জড়িত থাকার অপরাধে দামুড়হুদা পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের ছয়ঘরিয়া গ্রামের জয়নাল মন্ডলের ছেলে হোসেন মন্ডল (৩১) ও মাদারিপুর জেলার চাপাতলি গ্রামের সাহেদ আলী শিকদারের ছেলে রাসেল শিকদারকে (৩২) গ্রেফতার করে পুলিশ।

এ সময় পেয়ারাভর্তি মিনি ট্রাকে থাকা ছয়ঘরিয়া গ্রামের আনোয়ার হোসেন কৌশলে পালিয়ে যায়।এ ঘটনায় হোসেন মন্ডল, রাসেল শিকদার আনোয়ারসহ তিন জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে দর্শনা থানা পুলিশ। ফেনসিডিল উদ্ধারের ঘটনায়

দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ এ এইচ এম লুৎফুল কবির বলেন, গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইনে মামলা দায়ের পূর্বক আজ বৃহস্পতিবার আদালতে সোপর্দ করা হবে।

বিএনপির সংসদ সদস্য হারুন পদত্যাগ করবেন আজ

সংসদ সদস্য পদ থেকে বৃহস্পতিবার (২২ ডিসেম্বর) পদত্যাগ করবেন বিএনপি থেকে নির্বাচিত চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩ আসনের সংসদ সদস্য হারুনুর রশীদ। বেলা ১১টায় জাতীয় সংসদের স্পিকারের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দেওয়ার কথা রয়েছে তার।

বিষয়টি বিএনপির প্রেস উইং সদস্য শামসুদ্দিন দিদার নিশ্চিত করেছেন।

চলতি একাদশ জাতীয় সংসদে বিএনপির সাতজন সংসদ সদস্য ছিলেন। ১০

ডিসেম্বর ঢাকায় বিএনপির বিভাগীয় জনসভা থেকে তারা পদত্যাগের ঘোষণা দেন। গত ১১ ডিসেম্বর বিএনপির ৬ সংসদ সদস্য পদত্যাগ করেন। এরইমধ্যে সংরক্ষিত নারী আসন ছাড়া অন্য ৫টিতে উপনির্বাচনের তারিখও ঘোষণা করা করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। ওই সময় হারুনুর রশীদ বিদেশে থাকার কারণে পদত্যাগপত্র জমা দিতে পারেননি।

সূত্র: ইত্তেফাক

দর্শনায় উপজেলা প্রশাসনের শীতবস্ত্র বিতরন

দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদ ও উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক প্রদত্ত,দর্শনা প্রবিণ কমিটির আয়োজনে দর্শনার অসহায় ও হতদরিদ্রদের মাঝে ১ নং ওয়ার্ড থেকে ৯ নং ওয়ার্ডের মাঝে কম্বল বিতরন করেছেন।

গতকাল বুধবার (২১ ডিসেম্বর) দুপুর ১১ টার সময় দর্শনা পুরাতন বাজার প্রবিণ অফিসের সামনে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহি অফিসার সানজিদা বেগমের সভাপতিত্বে কম্বল বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও দর্শনা পৌর আ,লীগের সাধারণ সম্পাদক আলী মুনছুর বাবু, এ সময় উপস্থিত ছিলেন দর্শনা সরকারী কলেজের সাবেক অধ্যপক মোশারফ হোসেন, আকমত আলী, ফজলুর রহমান প্রমুখ।

এসময় উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মো: আলী মুনছুর বাবু বলেন, উপজেলা পরিষদ সব সময় দুস্থ, গরিব ও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ায়। দর্শনা শীতার্ত অসহায় মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করায়,দর্শনা প্রবিণ কমিটির সভাপতি ও দর্শনা সরকারী কলেজের সাবেক অধ্যপক মোশারফ হোসেন দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদ ও উপজেলা প্রশাসনকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।অনুষ্ঠানটি সার্বিক পরিচালনা করেন সাংবাদিক হানিফ মন্ডল।

[redacted]

[redacted]

গাংনীতে ৯০ জনের মাঝে ৯ লাখ টাকার চেক বিতরণ

গাংনীতে তরুণ উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে আয়মুখী কাজে সহায়তার জন্য ৯০ জন হতদরিদ্রদের মাঝে চেক প্রদান করা হয়েছে।

বুধবার (২১ ডিসেম্বর) সকাল টার সময় উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সস্মেলন কক্ষে আনুষ্ঠানিক ভাবে দি হাঙ্গার প্রজেক্টের উদ্যোগে এই চেক বিতরণ করা হয়।

জাতীয় কন্যা শিশু অ্যাডভোকেসি ফোরামের মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এমএ খালেক, বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, কাজীপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আলম হুসাইন, রাইপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান গোলাম সাকলায়েন সেপু, বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ওবায়দুর রহমান কমল, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ এর যশোর অঞ্চলের সমন্বয়ক খোরশেদ আলম।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট এর গাংনী সমন্বয়ক হেলাল উদ্দিনের সঞ্চালনায় অন্যন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা কৃষকলীগের সভাপতি আতিয়ার রহমান, রাইপুর ইউনিয়নের মেম্বর শামীম আহমেদসহ দি হাঙ্গার প্রজেক্টের বিভিন্ন ইউনিয়নের সমন্বয়ক ও সাংবাদিকবৃন্দ।

মেহেরপুরে হাসপাতাল মোড়ে ৩ হোটেলকে জরিমানা

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল মোড় এলাকায় ভ্রাম্যমাণ অভিযান

পরিচালনা করে নোংরা পরিবেশের দায়ের তিনটি হোটেলকে ১২ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

বুধবার দুপুরে অধিদপ্তরের মেহেরপুরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ এ অভিযান পরিচালনা করেন। এসময় অভিযানে সহযোগিতা করেন সদর উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর জনাব মোঃ তারিকুল ইসলাম ও মেহেরপুর পুলিশ লাইনের একটি টিম।

সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ জানান, অভিযানে হসপিটাল মোড়ের সামনে হোটেল ও দোকানগুলোতে তদারকি করা হয়। এসময় মেসার্স কাওসার হোটেলকে রান্না রুমের সাথে উন্মুক্ত খোলা টয়লেট ও টয়লেটের পাশেই খাবার জিনিস খোলা রাখা, নোংরা পরিবেশে অস্বাস্থ্যকরভাবে খাদ্য পণ্য তৈরি ও মুল্যতালিকা প্রদর্শন না করার অপরাধে প্রতিষ্ঠানটিকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯ এর ৩৮ ও ৪৩ ধারায় ৭ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় ও ৭ দিনের জন্য সকল কার্যক্রম বন্ধের নির্দেশ দেয়া হয়। মুক্তার হোটেলকে অস্বাস্থ্যকর ও নোংরা পরিবেশে খাবার তৈরির ও মুল্যতালিকা প্রদর্শন না করার অপরাধে ৩৮ ও ৪৩ ধারায় ৩ হাজার টাকা জরিমানা ও ০২ দিনের জন্য বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয়া হয়। এছাড়া মেসার্স মায়ের হাতের রান্না নামক হোটেলকে একই অপরাধে ২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

গাংনীতে পর্ণগ্রাফি মামলায় আসবাবপত্র ব্যবসায়ী গ্রেপ্তার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা শহরে নিজ বাড়ি থেকে পর্ণগ্রাফী মামলায় সোহেল রানা(২৯) নামের এক আসবাবপত্র ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

বুধবার সকালে গাংনী থানা পুলিশের একটি দল তাকে নিজ বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে। সোহেল রানা গাংনীর বাজার পাড়ার ইদ্রীস হোসেনের ছেলে।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গার

এক গৃহবধুর সাথে মালামাল কেনাকাটার সময় সোহেল রানার পরিচয় ঘটে। প্রবাসী স্বামীর অনুপস্থিতিতে বিভিন্ন সময়ে কুপ্রস্তাব ও প্রেমের অভিনয় করতো সোহেল রানা। একপর্যায়ে সোহেল রানা ওই গৃহবধুকে একটি বাড়িতে নিয়ে ভীতি প্রদর্শন করে ধর্ষণ করে এবং তা মোবাইল ফোনে ধারন করে। সোহেল ও তার বন্ধুরা সেই ভিডিও ও ছবি ইন্টার নেটে ছড়িয়ে দেয়ার হুমকি দিয়ে স্বর্ণালংকারসহ অন্ততঃ সাড়ে আট লাখ টাকা গ্রহন করে। পরে আরো টাকা দাবী করলে তা দিতে অপারগতা প্রকাশ করলে ওই ভিডিও গৃহবধুর স্বামীর কাছে পাঠিয়ে দেয়।এ ব্যাপারে ভুক্তভোগি গৃহবধু গাংনী থানায় একটি মামলা দায়ের করে। যার নং-
২৯। তারিখ ২১/১২/২২ ইং। এ মামলায় পুলিশ সোহেল রানাকে গ্রেপ্তার আদালতে প্রেরণ করে।
ওসি আরো জানান, তাকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

“মা ওরা আমাকে কী যেন খাওয়াছে, আমি মনে হয় আর বাঁচব না”-সৌরভ

তিন বন্ধুর সাজেক ভ্রমণ শেষে ঢাকায় ফিরে সৌরভ হোসেন নামের এক বন্ধুর রহস্যজনক মৃত্যু ঘটেছে। মঙ্গলবার দিবাগত রাত ১২ টার দিকে তার মৃত্যু হয়। বন্ধুদের দাবী, সৌরভ সড়ক দুর্ঘনায় মারা গেছে। তবে তার পরিবারের দাবি, পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে সৌরভকে। সৌরভ মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ছাতিয়ান গ্রামের মৃত ময়নাল হকের ছেলে। তার মৃতদেহ বাড়িতে নেওয়ার প্রস্তুুতি চলছে।

সৌরভের পারিবারিক সুত্র জানায়, গত বৃহস্পতিবার (১৫-১২-২০২২) সৌরভ হোসেন তার বন্ধু বামন্দী গ্রামের মৃত গোলাম কাওছার বুলুর ছেলে কনক বিশ্বাস, চর গোয়ালগ্রামের মৃত আশরাফ আলীর ছেলে ইলিয়াছ হোসেন মোটরসাইকেল যোগে বান্দরবান ও সাজেক ভ্যালিতে বেড়ানোর উদ্দেশ্যে রওনা হয়। সেখানে বেড়ানো শেষে তারা ঢাকায় ফিরে আসে। বিশ্রাম নেওয়ার জন্য ঢাকার মিরপুর-১২ নম্বরে একটি আবাসিক হোটেলে ওঠে। গতরাতে সৌরভের বন্ধু কনক মোবাইল ফোনে তার মাকে মৃত্যুর খবর জানায়।

বন্ধু কনক জানান, হোটেলে কিছুক্ষন বিশ্রাম নেওয়ার পর তারা আবারো ঘুরতে বের হয়। কনক বিশ্বাস মোটরসাইকেল চালাচ্ছিল এবং সৌরভ হোসেন পিছনে বসে ছিল। রাত সাড়ে ১১ টার দিকে ঢাকা উত্তরা বলাকা নামক স্থানে পেঁ◌ৗছুলে সৌরভ হোসেন মোটরসাইকেল থেকে পড়ে যায়। পরে তাকে একটি মাইক্রোবাসে করে নেয়া হয় আবাসিক হোটেলে। ঘন্টা দেড়েক পরে সৌরভের শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাকে স্থানীয় একটি ক্লিনিকে ও পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়।

সৌরভকে পরিকল্পিত ভাবে হত্যা করা হয়েছে এমন দাবী করে সৌরভের মা বলেছেন, মৃত্যুর আগে সৌরভ তাকে ফোন দিয়ে বলে, “মা ওরা আমাকে কী যেন খাওয়ায়ছে। আমার বুকের মধ্যে জ্বলে পুড়ে যাচ্ছ। আমি মনে হয় আর বাঁচব না।” এর পরে সৌরভের মৃত্যুর খবর আসে।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, সৌরভের মৃত্যুর বিষয়টি তিনি শুনেছেন। ঘটনাস্থল ঢাকাতে হওয়ায় সেখানে বিষয়টি জানানোর জন্য পরিবারকে বলা হয়েছে।

শাহাবাগ থানার ওসি ওয়াদুদ হাওলাদার জানান, এ ব্যাপারে মেডিকেল থেকে কেউ জানান নি। সংবাদ পেলে আইনী ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মেহেরপুর জেলা পরিষদে টেণ্ডার জমা দিতে বাঁধা নিয়ে সংবাদ সম্মেলন

মেহেরপুর জেলা পরিষদের গাছ বিক্রয়ের দরপত্র জমা দিতে বাঁধা দেওয়ার অভিযোগ তুলেছেন সংবাদ সম্মেলন করেছেন ভুক্তভোগীরা।

আজ বুধবার দুপুরে মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবে উপস্থিত হয়ে গাংনী উপজেলা যুবলীগের যুগ্ম সম্পাদক ও জেলা পরিষদের সাবেক সদস্য মজিরুল ইসলাম সংবাদ সম্মেলনে এ অভিযোগ তোলেন।

সংবাদ সম্মেলনে মজিরুল ইসলাম অভিযোগ করে বলেন, আব্দুল লতিফের

নামে আমি ও লতিফ দুজনেই টেণ্ডার জমা দিতে গিয়েছিলাম। এ কাজে ৫টি লট মিলে এক কোটি ৯ লাখ টাকা সিডি করেছি। কিন্তু সিডিউল জমা দিতে গেলে দূর্বৃত্ত তৌহিদ, নাসির, আয়ুবসহ কয়েকজন বাঁধা দেয় এবং ধস্তাধস্তি করে এবং সিডিউল জমা দিতে না পেরে ফিরে এসেছি।
তিনি অভিযোগ করে আরো বলেন, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের কাছে গিয়েছিলাম তিনি কোন সমাধান দেননি। যখন শেষ সময় পর্যন্ত জমা দিতে না পেরে ডিডিএলজি মহোদয়ের নিকট অভিযোগ দিতে গেলে তিনি অভিযোগও নেননি।

এদিকে এ বিষয়ে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মীর আলিফ রেজা বলেছেন, পুলিশ সুপার কার্যালয়ের একজন দেরি করে গিয়ে সিডিউল জমা দিতে পারেননি এমন অভিযোগ পেয়েছি। তবে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় বা জেলা পরিষদে সিডিউল জমা দিতে পারেননি এমন কোন অভিযোগ পাননি।

তিনি আরো বলেন, পুলিশ সুপার কার্যালয় ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের টেণ্ডার বক্স থেকে কোন সিডিউল পাওয়া যায়নি। তবে জেলা পরিষদের টেণ্ডার বক্স থেকে ২ সেট সিডিউল পাওয়া গেছে। আগামী ২ জানুয়ারি মূল্যায়ন কমিটির সভা থেকে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত হবে। তার আগে কোন মন্তব্য করা যাচ্ছে না।

জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাড. আব্দুস সালাম মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেছিলেন, টেণ্ডার জমা দেওয়া নিয়ে কোন রকম ধস্তাধস্তি বা বাঁধা দেওয়ার ঘটনা ঘটেনি। তিনি পাল্টা অভিযোগ করে বলেন, নির্ধারিত সময়ের পরে টেণ্ডার ড্রপ করতে গিয়ে তারা জমা দিতে পারেনি বলে অভিযোগ পেয়েছি। তিনি বলেন, জেলা পরিষদ, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও এসপি অফিসে ছিলো। কেউ যদি আওয়াজ দেয়, জমা দেব জমা দেব, আমাকে টাকা দেও। কিছু কাগজ নিয়ে যদি বলে আমাকে টাকা দাও, আমি কি কাউকে টাকা দেওয়ার ক্ষমতা রাখি? এসপি অফিসে বক্স ছিলো না উত্তরে তিনি বলেন ছিলো এবং স্বপক্ষে পুলিশ সুপার কার্যালয়ের একটি চিটিও দেখান। তিনি বলেন, আমি নতুন লোক, আমার গায়ে কাদা লাগানোর চেষ্টা চলছে।

জানা গেছে, মুজিবনগর-দর্শনা সড়কের ১৩৯টি ও মুজিবনগর ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের একটি মেহগনীসহ মোট ১৪০টি গাছের বিক্রয়ের দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ সময় ছিলো গত ২০ ডিসেম্বর মঙ্গলবার দুপুর ১টা পর্যন্ত। এ কাজটি পাওয়ার জন্য ২৯ জনের নামে ১৮টি সিডিউল বিক্রি হয়। কিন্তু ১৮টির মধ্যে মাত্র ২টি সিডিউল জমা পড়ে।